338860 - যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সফর শুরু করছে তার নামায ও ইফতারের সময় সে যে দেশ থেকে বেরিয়েছে সে দেশ থেকে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে

প্রশ্ন

জনৈক ব্যক্তি নাইজেরিয়া থেকে কুয়েতের উদ্দেশ্যে সফর করছে। নাইজেরিয়াতে সে রোযা ছিল এই আশায় যে, সে কুয়েতে গিয়ে ইফতার করবে। পথিমধ্যে সে যোহর ও আসরের নামায বিমানের ভেতরে মুসলিম যাত্রীদের সাথে আদায় করছে। সে আশা করছিল মাগরিবের নামায কুয়েতে পড়বে এবং সেখানেই ইফতার করবে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে যে লোকদের সাথে সাক্ষাত করল তারা যোহরের নামাযের জন্য আযান দিচ্ছিল। সে মসজিদের দেয়াল ঘড়িতে দেখল তখন বেলা ১টা বেজে ৩০ মিনিট। সূর্য তখনও মাথার উপরে। সে পেরেশান হয়ে নাইজেরিয়াতে তার স্ত্রীকে ফোন করল। তার স্ত্রী জানাল যে নাইজেরিয়াতে তারা ইফতার খেয়ে, তারাবীর নামায পড়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। নাইজেরিয়াতে তখন রাত নয়টা বাজে। এমতাবস্থায় সে কি কুয়েতের স্থানীয় সময়ের সাথে মিলিয়ে রোযা চালিয়ে যাবে? অনুরূপভাবে তাদের সাথে যোহরের নামায পড়বে? নাকি মাগরিবের নামায পড়বে? নাকি নাইজেরিয়া থেকে তার স্ত্রীর সংবাদদাতার ভিত্তিতে ইফতার করবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর নামায আদায় করে নিয়েছে। এরপর তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সেখানে ঐ ওয়াক্ত প্রবেশ করুক বা না করুক; যে নামাযটি সে একবার পড়েছে সে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়। কেননা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহিহভাবে নামাযটি আদায় হয়েছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। তবে রোযাদার সূর্য ডোবার আগে রোযা ভাঙবে না; পশ্চিম দিকে গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বিলম্ব হোক না কেন। সে ব্যক্তি যে দেশ থেকে সফর শুরু করেছেন সেই দেশে সূর্য ডুবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশ থেকে বের হওয়ার আগে সেখানে সে সূর্যাস্ত না পেয়ে থাকে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সফর করছে এবং তার গন্তব্যে যোহরের ওয়াক্তে পৌঁছেছে, কিন্তু পথিমধ্যে সে যোহরের নামায পড়ে ফেলে তাহলে যোহরের নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়। কেননা এক নামায দুইবার পড়া যায় না। উল্লেখ্য,

পশ্চমি দকিে গমন করার মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশেরে সময় বলিম্বতি হবে।

অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যদি আসররে নামাযও পড়ে থাকনে তাহলে পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়; চাই সে ব্যক্তি যোহররে সময় পৌঁছাক কংিবা আসররে সময় পৌঁছাক।

আরও জানতে দখেুন: 22387 নং প্রশ্নোত্তর।

কন্তিু কউে যদি মসজদিে উপস্থতি থাকনে এবং নামাযরে ইকামত দয়ো হয় তাহলে তনিি জামাআতরে সাথে পুনরায় নামায পড়বনে। এই নামায তার জন্য নফল হসিবেে গণ্য হবে। যহেতেু ইমাম তরিমযিি (২১৯) ও ইমাম নাসাঈ (৮৫৮) ইয়াজদি ইবনুল আসওয়াদ থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি বলনে: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে হজ্জ করছে।ি আমি মাসজদিুল খাইফে তাঁর সাথে ফজররে নামায আদায় করলাম। নামায শষেে তনিি একটু কোনাকুনি হয়ে বসলনে। এর মধ্যে তনিি লোকদরে পছেনে দুইজন লোককে দখেতে পলেনে য দুইজন তাঁর সাথে নামায পড়নে।ি তখন তনিি বললনে: এই দুইজনকে নয়িে আস। তাদরে দুইজনকে আনা হল। তাদরে বুক ধুরুধুরু কাঁপছলি। তনিি বললনে: আমাদরে সাথে নামায পড়তে তোমাদরেকে কসিে বাধা দলি? তারা দুইজন বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদরে আস্তানাতে নামায পড়ছে।ি তনিি বললনে: এমন কাজ আর করো না। যদি তোমরা তোমাদরে আস্তানাতে নামায পড়ওে থাক এরপর কোন জামে মসজদিে আস তখন তোমরা তাদরে সাথে নামায পড়বে। এই নামায তোমাদরে জন্য নফল হসিবেে গণ্য হবে।"[আলবানী হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

দুই:

কন্তিু রোযার ক্ষত্রেে সে য স্থানে রয়ছেে সে স্থানরে সূর্য ডোবা ছাড়া রোযা ভাঙ্গা বধৈ নয়। যদি কউে তার গন্তব্যে পৌঁছে দখেে য,ে তখনও সূর্য ডুবনে তিাহলে তার জন্য সূর্য ডোবার পূর্বে ইফতার করা বধৈ হবে না; এমনকি যদি সময় দীর্ঘ হয়ে যায় তবুও। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন এ দকি থকেে রাত আগমন করবে এবং এ দকি থকেে দনি প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করব।ে"[সহহি বুখারী (১৯৫৪) ও সহহি মুসলমি (১১০০)]

এই আলোচনার ভত্তিতিে: এই মুসাফরি যখন কুরয়িা পৌঁছছেনে তখন সখোনরে মানুষ যোহররে ওয়াক্তে ছলি। এই ব্যক্তি যদি তার রোযাটি পূর্ণ করতে চান তাহলে তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপক্ষো করতে হবে। নাইজরেয়িাতে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়।

আর যদি তনিি মুসাফরি হওয়ার কারণে ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভঙ্গে ফলেনে তাহলে তনিি তা করতে পারনে। বশিষেতঃ হঠাৎ করে দনিটি যদি এত বশেী দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তার জন্য নতুন স্থানে রাত পর্যন্ত রোযাটি পূর্ণ করা কষ্টকর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তনিি রমযানরে পর এ দনিটরি রোযা কাযা পালন করবনে।

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

“এক ছাত্র আমেরিকার কোন এক শহরে অধ্যয়নরত। সে তার ঘটনা বলল যে, একবার সে যে শহরে থেকে পড়ে সে শহর থেকে ভ্রমণ করতে বাধ্য হল। সে ফজরের সময় রোযা ধরছে। যে শহরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করছে ঐ শহরে পৌঁছেছে সেখানের সময় অনুযায়ী মাগরিবের পর। কিন্তু সে দেখতে পেল এর মধ্যে ১৮ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু তার রোযা শেষ হয়নি। অথচ সাধারণত সে ১৪ ঘন্টা রোযা রাখত। এমতাবস্থায় সে কি অতিরিক্ত ৪ ঘন্টা রোযা চালিয়ে যাবে? নাকি সে যে শহরে থাকে সে শহরের সময় অনুযায়ী ইফতার করে ফেলবে? সেই শহর থেকে ফেরার সময় বিপরীতটা ঘটল। তখন দিনের সময় ১৪ ঘন্টা কমে ৩ ঘন্টা হয়ে গেল।

এর জবাবে শাইখ বলেন: সে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা চালিয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে; তিনি পূর্বদিকে ইশারা করেন এবং এ দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে; তিনি পশ্চিম দিকে ইশারা করেন এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

অতএব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সে ছাত্রকে তার রোযার উপর থাকতে হবে; এমনকি যদি চার ঘন্টা বেড়ে যায় তবুও।

সৌদি আরবে এর সম ধরণের উদাহরণ হচ্ছে: কেউ যদি পূর্ব প্রদেশে সেহেরী খাওয়ার পর পশ্চিম প্রদেশের উদ্দেশে সফর করে তখন দূরত্ব অনুপাতে তার সময় বেড়ে যাবে।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/৩২২)]

ড. আব্দুল্লাহ্ আস্-সাকাকির ‘নাওয়াযিলুস সিয়াম’ গ্রন্থে বলেন: “দ্বিতীয় মাসয়ালা: কোন মুসাফির তার দেশে সূর্য ডুবার কিছুক্ষণ পূর্বে যদি পশ্চিম দিকে সফর করে তাহলে তার সূর্য ডোবা বিলম্বিত হবে। উদাহরণতঃ তার দেশে যদি সন্ধ্যা ৬টায় সূর্য অস্ত যায় আর সে ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগে মরক্কোর উদ্দেশ্যে বিমানে চড়ে সে এই পথে যত অগ্রসর হতে থাকবে তার দিন তত বড় হতে থাকবে। কেননা মরক্কোতে সূর্য ৮টার আগে অস্ত যাবে না। এভাবে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা সূর্যকে উদীয়মান অবস্থায় সে পাবে। এমন ব্যক্তিকে আমরা কী বলব?

আমরা বলব: সূর্য না ডুবা পর্যন্ত ইফতার করবে না। এমনকি এতে করে যদি সময় দুই ঘন্টা, চার ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায় তবুও। তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে যে, সে মুসাফিরের বিধিবিধান গ্রহণ করে এবং ছাড় নিয়ে রোযা ভঙ্গে ফেলবে। আর রোযা পূর্ণ করতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত সময়টুকুও (রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে) বিরত থাকতে হবে। কেননা কুরআনে কারীম রোযা ভাঙ্গার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ‘অতপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘যদি রাত এ দিক থেকে আগমন করে এবং এ দিক থেকে প্রস্থান করে এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোকের দিন শেষ হবে না। অতএব, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব কিংবা সে সফরের ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভঙ্গে ফেলতে পারে এবং এই দিনের বদলে অন্য একদিন রোযাটি রাখতে পারে”।[https://bit.ly/2Zq4574 থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

১। যে ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর নামায আদায় করে নিয়েছে। পরবর্তীতে তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সেখানে এই ওয়াক্ত প্রবেশ করুক বা না করুক; যে নামাযটি সে একবার পড়েছে সে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়। কেননা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহিহভাবে নামাযটি আদায় হয়েছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়।

২। রোযাদার সূর্য ডোবার আগে রোযা ভাঙবে না; পশ্চিম দিকে গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বিলম্ব হোক না কেন। সে ব্যক্তি যে দেশে থেকে সফর শুরু করেছেন সেই দেশে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশে থেকে বের হওয়ার আগে সেখানে সূর্যাস্ত না ঘটে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।